মা দ ক দ্র ব্য নি য় ন্ত্র ণ অ ধি দ প্ত র

মাসিক বুলেটিন

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মাসিক বুলেটিন | সংখ্যাঃ ২১ | বর্ষঃ দ্বিতীয় | সেপ্টেম্বর ২০০৬

বন্দর নগরী চট্টগ্রামে বিপুল পরিমাণ মদ ও বিয়ার উদ্ধার

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের চট্টগ্রাম মেট্রোঃ উপ-অঞ্চল গত ২৪ আগস্ট চট্টগ্রামের স্টেশন রোডস্থ রেলওয়ে পাওয়ার হাউজ কলোনী এলাকা থেকে হুইস্কি, ভোদকা বিয়ারসহ মোট ১ হাজার ৮ শত ৫৬ বোতল মদ ও বিয়ার উদ্ধার করেছে। উদ্ধারকৃত মাদকদ্রব্যের সাথে কাউকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে চট্টগ্রাম মেট্রোঃ উপ-অঞ্চলের একটি বিশেষ টিম স্টেশন রোডের রেলওয়ে পাওয়ার হাউস কলোনীস্থ পুরাতন রেশন গুদামে অভিযান চালায় এবং সেখানে গুদামে তল্লাশী করে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের মোট ১৮ শত ৫৬ বোতল মদ ও বিয়ার উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত মাদকদ্রব্য হচ্ছে, ম্যাকেঞ্জী হুইস্কি ৬২ বোতল, হোয়াইট এন্ড মেকি হুইস্কি ৩২ বোতল, পাশ পোর্ট হুইস্কি ২৪ বোতল, স্মিরনক হুইস্কি ৩৬ বোতল, হান্ড্রেড পাইপারস হুইস্কি ১৭ বোতল, টিচার্স হুইস্কি ৬ বোতল, হাইল্যান্ড চিফ হুইস্কি ৩ বোতল, আলভা লোপা ভোদকা ২৭ বোতল, রেড বোর ভোদকা ২৩ বোতল এটলাস বিয়ার ৬২৪ ক্যান, হেনিক্যান বিয়ার ৪৯৮ ক্যান, ফোস্টার বিয়ার ৮৪ ক্যান ও বিকস বিয়ার ৪২০ বোতল। ঘটনার সাথে জড়িতদের সনাক্ত করে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে। এছাড়াও চট্টগ্রাম মেট্রোঃ উপ-অঞ্চল আগস্ট/০৬ মাসে নিউ শহীদ লেইন, হালিশহর, বরিশাল কলোনী, পশ্চিম মাদারবাড়ী, কদমতলী ও বহদ্দারহাট এলাকায় অভিযান চালিয়ে ৮৬ গ্রাম হেরোইনসহ নজরুল ইসলাম, মোঃ মিন্টু, সেকান্দর, জাহাঙ্গীর, মোবারক, জাকির হোসেন, আবুল মিয়া, জামাল, দুলাল, ইউসুফ, রুবী বেগম, বাশার, মাসুম, সাখাওয়াত ও হেরোইনী বেগমকে গ্রেফতার করে। কোতয়ালী থানাধীন স্টেশনরোড পাহাড়তলী থানাধীন ডি. টি রোড ও বাকলিয়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে ১৬.৭৩৩ কেজি গাঁজাসহ মোবারক হোসেন, খোকন ও সুমনকে গ্রেফতার করে। পাঁচলাইশ, পাহাড়তলী, বহদ্দারহাট, বালুচরা, বায়েজিদ বোস্তামী ও বন্দরটিলা এলাকায় অভিযান চালিয়ে ৫৫৩ লিঃ চোলাইমদ ও একটি অটোরিক্সা সহ মোঃ রফিক, সুলতান আহামদ, দিদরুল আলম, অলক বিশ্বাস, নেপাল ধর, নুরুল আলম ও শফিকে গ্রেফতার করা হয়।

চট্টগ্রামে উদ্ধারকৃত বিদেশী মদ ও বিয়ার

ফরিদপুরে ৭০৭ বোতল ফেন্সিডিলসহ ৩ জন গ্রেফতার

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ফরিদপুর উপ-অঞ্চলের সদর সার্কেল গত ২১ আগস্ট ৭০৭ বোতল ফেন্সিডিলসহ ৩ জনকে গ্রেফতার করে। ঘটনার দিন ফরিদপুরের কোতয়ালী থানাধীন রাজবাড়ী রাস্তার মোড়ে মাইক্রোবাস থেকে ৭০৭ বোতল ফেনসিডিলসহ মোঃ মামুন বিল্লাহ (২৪), রনি ওরফে হাসান (২১) এবং মোঃ মঞ্জুর রহমান (৩৭) কে গ্রেফতার করে। তারা মাইক্রোবাসযোগে ফেনসিডিলগুলো পাচার করার সময় গ্রেফতার হয়। তাদের কাছ থেকে ৫(পাঁচ) টি মোবাইল সেট উদ্ধার করা হয়। ফেনসিডিল পাচারের কাজে ব্যবহৃত মাইক্রোবাসটিও আটক করা হয়। গ্রেফতারকৃত তিনজনকে আসামি করে কোতয়ালী থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করা হয়।

মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন রিপোর্ট

আগস্ট/০৬ মাসে সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রসমূহে ৬১১ জন মাদকাসক্তের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। এর মধ্যে অন্তঃ বিভাগে ১৮৩ জন এবং বহিঃ বিভাগে ৪২৮জন চিকিৎসা সেবা, পরামর্শ ও ফলোআপ সেবা প্রাপ্ত হয়। আগস্ট/০৬ মাসে নিরাময় কেন্দ্রভিত্তিক চিকিৎসা সেবার বিবরণ নিম্নরূপ

কেন্দ্রের নাম	অন্তঃ বিভাগ	বহিঃ বিভাগ	মোট	নতুন	পুরাতন
কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, ঢাকা	৬৬	২৪৩	৩০৯	১৪৬	১৬৩
মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, চট্টগ্রাম	-	৩	৩	২	১
মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, খুলনা	-	-	-	-	-
মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, রাজশাহী	-	-	-	-	-
কেন্দ্রীয় কারাগার হাসপাতাল, যশোর	৫	১১০	১১৫	৫৫	৬০
কেন্দ্রীয় কারাগার হাসপাতাল, রাজশাহী	৫৪	৩৩	৮৭	২২	৬৫
কেন্দ্রীয় কারাগার হাসপাতাল, কুমিল্লা	৫৮	৩৯	৯৭	৩৬	৬১
মোট	১৮৩	৪২৮	৬১১	২৬১	৩৫০

সম্পাদকের কথা

মাদকমুক্ত সমাজ গঠনে প্রয়োজন ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা

বর্তমান সভ্যতার জন্য মাদকাসক্তি একটি মারাত্মক হুমকি। এর কারণে সমাজে বেড়ে যাচ্ছে বিভিন্ন রকমের সামাজিক অনাচার। এর কারনেই বিশ্বের অপরাপর দেশের ন্যায় বাংলাদেশও সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত হচ্ছে। তাই আজ মাদকমুক্ত সমাজ গঠন সময়ের দাবী। মাদকমুক্ত সমাজ গঠনের প্রয়োজনে নিজেকে মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য নৈতিক শিক্ষা অত্যাবশ্যকীয়। কিন্তু আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় বৃত্তিমূলক ও পেশাগত শিক্ষা পাশাপাশি ভালো নাগরিক হবার যে শিক্ষা, সে সম্পর্কে এতটা গুরুত্ব দেয়া হয় না। অথচ আজকের সমাজে মাদকাসক্তি, সন্ত্রাস ইত্যাদির কথা চিন্তা করলে একথা পরিস্কার হয়ে উঠে যে, এসবের বিরুদ্ধে যে নৈতিক শিক্ষা প্রদান দরকার তার দায়িত্ব শুধুমাত্র বাবা-মাকে বা অভিভাবকদের দিলে চলবে না, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকেও এ দায়িত্ব নিতে হবে এবং **Moral Science** বা নৈতিক শিক্ষাকে আমাদের শিক্ষার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গণ্য করা প্রয়োজন। যেমন কাঁদা দিয়ে পুতুল নির্মার্ণের সময় একে ইচ্ছামত ঢেলে সাজানো যায়, অথচ ঐ পুতুলটিকে আগুনে পোড়ানোর পর আর কোন পরিবর্তনই আনা যায় না, ঠিক তেমনি কোমলমতি শিশুদের বাড়ন্ত অবস্থায় নৈতিক বিষয়াদি সম্পর্কে তাদের মনমানসিকতায় একটা ছাপ ফেলা যায়, কিন্তু বড়দের রিফর্ম করা যায় না। তাই নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের চরিত্র গঠনমূলক শিক্ষা প্রদানের উপর গুরুত্ব দেয়া দরকার। যে দেশের শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ লোকের ধর্ম ইসলাম, সেদেশে এবং যে ইসলাম ধর্মে মাদককে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে সেই ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে মাদকাসক্তির প্রকোপ কেন বাড়ছে ? তার কারণ হচ্ছে আমাদের দেশে ধর্মীয় শিক্ষার বিষয়ে যথেষ্ট উদাসীনতা রয়েছে। আমাদের দেশের স্কুলগুলোতে ধর্ম শিক্ষা প্রচলিত থাকলেও এতটা গুরুত্বারোপ করা হচ্ছেনা। ধর্মীয় শিক্ষায় ঈমান, নামায, রোজা, হজ্জ, যাকাত এগুলো সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান দানের পাশাপাশি সামগ্রিক নৈতিকতার শিক্ষা দিতে হবে। ইসলাম ধর্মের সাথে অন্যান্য ধর্মের ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রেও নৈতিক শিক্ষা গ্রহণের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করতে হবে। ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি নৈতিক শিক্ষার প্রদানের মাধ্যমে ছেলেমেয়েদেরকে সুনাগরিক গড়ে তুলতে হবে। ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে মাদকাসক্তির পরিণতি তুলে ধরা আবশ্যক। এজন্য আধুনিক শিক্ষার পাশাপাশি ধর্মীয় তথা নৈতিকতা শিক্ষার মাধ্যমে মাদকের প্রতি বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে মাদকের ভয়াবহ অভিশাপ থেকে আগামী প্রজন্মকে রক্ষা করা যায়।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপ-অঞ্চল ও গোয়েন্দা অঞ্চলভিত্তিক আগস্ট/০৬ মাসের মামলার পরিসংখ্যানঃ

ক্র/নং	উপ-অঞ্চলের নাম	দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	আসামীর সংখ্যা
১	ঢাকা-মেট্রো উপ-অঞ্চল	৬৭	৬৬
২	ঢাকা উপ-অঞ্চল	৪৫	৫৪
৩	ময়মনসিংহ উপ-অঞ্চল	৩১	৩০
৪	ফরিদপুর উপ-অঞ্চল	১৮	২০
৫	টাংগাইল উপ-অঞ্চল	১০	১২
৬	জামালপুর উপ-অঞ্চল	৭	৮
৭	চট্রগ্রাম-মেট্রো উপ-অঞ্চল	৬১	৫৭
৮	চট্রগ্রাম উপ-অঞ্চল	১৪	১৪
৯	সিলেট উপ-অঞ্চল	৪৩	৩৩
১০	নোয়াখালী উপ-অঞ্চল	১৪	১৮
১১	কুমিল্লা উপ-অঞ্চল	২৫	২৫
১২	কক্সবাজার উপ-অঞ্চল	৮	৪
১৩	রাঙ্গামাটি উপ-অঞ্চল	৩	২
১৪	খাগড়াছড়ি উপ-অঞ্চল	৪	১
১৫	বান্দরবান উপ-অঞ্চল	১	-
১৬	খুলনা উপ-অঞ্চল	৩২	৩৮
১৭	যশোর উপ-অঞ্চল	৩১	৩৭
১৮	কুষ্টিয়া উপ-অঞ্চল	১৪	১৪
১৯	বরিশাল উপ-অঞ্চল	৬	৮
২০	পটুয়াখালী উপ-অঞ্চল	২	৩
২১	রাজশাহী উপ-অঞ্চল	৬৫	৮৭
২২	পাবনা উপ-অঞ্চল	২১	২৪
২৩	বগুড়া উপ-অঞ্চল	১৮	২২
২৪	রংপুর উপ-অঞ্চল	৪০	৪৭
২৫	দিনাজপুর উপ-অঞ্চল	২১	২৪
২৬	ঢাকা গোয়েন্দা অঞ্চল	১২	২০
২৭	রাজশাহী গোয়েন্দা অঞ্চল	৬	৬
২৮	চট্টগ্রাম গোয়েন্দা অঞ্চল	১০	১০
২৯	খুলনা গোয়েন্দা অঞ্চল	২	৩
	সর্বমোটঃ	৬৩১	৬৮৭

প্রিকারসর কেমিক্যাল আমদানি সংক্রান্ত মাসিক বিবরণী

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত প্রিকারসর কেমিক্যালস এর আমদানীর বিষয়ে অনুমোদন দিয়ে থাকে। বর্তমান অর্থবছরের শুরু থেকে আগস্ট/০৬ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রিকারসরস এর অনুমোদিত বার্ষিক কোটা ও আমদানীর পরিমাণ নিম্নরূপঃ

প্রিকারসর কেমিক্যালের নাম	আমদানির বার্ষিক কোটার পরিমাণ	জুলাই/০৬ হতে আগস্ট/০৬ পর্যন্ত আমদানীর পরিমাণ	আগস্ট/০৬ মাসে আমদানীর পরিমাণ
টলুইন	৮,৯২৫.৭৯৯ মেঃ টন	৩৫৯.৮৭ মেঃ টন	১৭৮.৭২২ মেঃ টন
এসিটিক এনহাইড্রাইড	১,২৫৬.৯৩৫ মেঃ টন	১৮ মেঃ টন	১৮ মেঃ টন
এসিটোন	৪,৪১৬.২৩১ মেঃ টন	৫৮.৪৮ মেঃ টন	-----
মিথাইল ইথাইল কিটোন	৩,০০১.৪১৭ মেঃ টন	২৯.৫৩৭ মেঃ টন	০.৯৯২ মেঃ টন
পটাশিয়াম পারম্যাংগানেট	১,৭৫৭ মেঃ টন	৩৫ মেঃ টন	২০ মেঃ টন

মামলা ও আসামীর পরিসংখ্যান

আগস্ট/০৬ মাসে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর মাঠ পর্যায়ের অপরাধ দমন অভিযান, তল্লাশী, অবৈধ মাদক উদ্ধার ও অপরাধীদের গ্রেফতারে বেশ তৎপর ছিল। আগস্ট/০৬ মাসে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা ৬৩১ টি এবং আসামীর সংখ্যা ৬৮৭ জন। অধিদপ্তরের আগস্ট/০৬ মাসের আলামতভিত্তিক মামলা,আসামী ও উদ্ধারকৃত মাদকদ্রব্যের বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলো।

মাদকদ্রব্যের নাম	মামলার সংখ্যা	আসামীর সংখ্যা	মাদকদ্রব্যের পরিমাণ
হেরোইন	১৩৬	১৬৮	১.৩৮৮ কেজি
গাঁজা	১৯৪	২০৮	১১৯.৭২৮ কেজি
গাঁজা গাছ	৭	৮	১৩৮ টি
অবৈধ চোলাই মদ	১৬৫	১৪৯	২৩১৮.৫ লিটার
বিদেশী মদ	২	৩	২৬ লিটার
বিদেশী মদ	১৪	৮	১০৫১ বোতল
বিয়ার	৩	৪	১৬৫৪ ক্যান
রেক্টিফাইড স্পিরিট	১৪	১৯	৩৪৯.৭৪ লিটার
ডিনেচার্ড স্পিরিট	১০	১০	২১৪ লিটার
ফেন্সিডিল	৭৫	৯৮	৮৭২২ বোতল
ফেন্সিডিল			৪ লিটার
তাড়ী(টোডি)	৩	৩	৪০ লিটার
পেথিডিন	১	২	১ এ্যাম্পুল
টি.ডি.জেসিক ইঞ্জেকশন	৩	৪	১৪১ এ্যাম্পুল
জাওয়া			১৩৫১৩ লিটার
বাখার	১	১	৮ কেজি
বনোজেসিক ইঞ্জেকশন	২	১	২৩ এ্যাম্পুল
ইয়াবা ট্যাবলেট	১	১	১৫ টি
নগদ অর্থ			১০১২৪০ টাকা
সিএনজি			২ টি
মোবাইল সেট			১০ টি
ট্রাব			১ টি
স্বর্ণালঙ্কার			৭.৫ ভরি
মোট	৬৩১	৬৮৭	

রাজস্ব আদায়

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের বিভাগওয়ারী ২০০৫ সালের আগস্ট মাসের সাথে ২০০৬ সালের আগস্ট মাসের রাজস্ব আদায়ের তুলনামূলক একটি বিবরণী নিম্নে তুলে ধরা হলো।

ক্র/নং	বিভাগের নাম	আগস্ট/০৫	আগস্ট/০৬
১।	ঢাকা বিভাগ	৫০,৩১,৪৪৩	৫২,৮৪,৪৫৩
২।	চট্টগ্রাম বিভাগ	৫৩,৫৮,৮০৪	৬৯,৩০,৭১৪
৩।	খুলনা বিভাগ	১,৬৭,৯০,৮৪৯	১,৮৬,০৭,০৯৮
৪।	রাজশাহী বিভাগ	৩২,৯৮,২০৬	৩৯,৪৫,১৯৯
	মোট	৩,০৪,৭৯,৩০২	৩,৪৭,৬৭,৪৬৪

আইন-আদালত

আগস্ট/০৬ মাসে মোট ৩০৯ টি মামলা নিস্পত্তি হয়। এর মধ্যে সাজা প্রাপ্ত মামলার সংখ্যা ১৫৯ টি, খালাস প্রাপ্ত মামলার সংখ্যা ১৫০ টি । সাজাপ্রাপ্ত আসামীর সংখ্যাা ১৭৬ জন এবং খালাসপ্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা ১৭৪ জন। আগস্ট/০৬ মাস পর্যন্ত অনিস্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা ৩১৭৩৬ টি । উপ-অঞ্চলভিত্তিক নিস্পত্তিকৃত মামলার বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক্রঃ নং	উপ-অঞ্চলের নাম	সাজপ্রাপ্ত মামলার সংখ্যা	সাজাপ্রাপ্ত আসামীর সংখ্যা	আগস্ট/ ০৬ পর্যন্ত অনিস্পত্তিকৃত মামলা
১	ঢাকা-মেট্রো উপ-অঞ্চল	৬৬	৭৩	৪৫৫১
২	ঢাকা উপ-অঞ্চল	১১	১৩	২৯৮৮
৩	ময়মনসিংহ উপ-অঞ্চল	১	১	২১২৪
৪	ফরিদপুর উপ-অঞ্চল	১০	১০	৪৮৫
৫	টাংগাইল উপ-অঞ্চল	১	১	৫০৩
৬	জামালপুর উপ-অঞ্চল	-	-	৪৩৩
৭	ঢাকা গোয়েন্দা অঞ্চল	-	-	-
৮	চট্রগ্রাম মেট্রো উপ-অঞ্চল	৩	৩	২৫৩৫
৯	চট্রগ্রাম উপ-অঞ্চল	-	-	৮১১
১০	নোয়াখালী উপ-অঞ্চল	-	-	৪৭২
১১	কুমিল্লা উপ-অঞ্চল	২	২	১৬১৭
১২	কক্সবাজার উপ-অঞ্চল	-	-	৫২১
১৩	রাঙ্গামাটি উপ-অঞ্চল	-	-	১৩৬
১৪	খাগড়াছড়ি উপ-অঞ্চল	-	-	৬
১৫	বান্দরবান উপ-অঞ্চল	-	-	৫৬
১৬	চট্টগ্রাম গোয়েন্দা অঞ্চল	-	-	৩৯০
১৭	সিলেট উপ-অঞ্চল	৭	৭	২১৩৬
১৮	খুলনা উপ-অঞ্চল	১৪	১৫	৭১০
১৯	যশোর উপ-অঞ্চল	৭	৮	১০৬৬
২০	কুষ্টিয়া উপ-অঞ্চল	৫	৫	৬২৭
২১	খুলনা গোয়েন্দা অঞ্চল	-	-	১০৪
২২	বরিশাল উপ-অঞ্চল	-	-	২৫৩
২৩	পটুয়াখালী উপ-অঞ্চল	১	১	৭৪
২৪	রাজশাহী উপ-অঞ্চল	১১	১১	৩৩৬০
২৫	পাবনা উপ-অঞ্চল	৫	৮	১৪১৩
২৬	বগুড়া উপ-অঞ্চল	২	২	১১৭১
২৭	রংপুর উপ-অঞ্চল	৬	৬	১৬৩২
২৮	দিনাজপুর উপ-অঞ্চল	৭	১০	১২৬৭
২৯	রাজশাহী গোয়েন্দা অঞ্চল	-	-	২৯৫
	সর্বমোটঃ	১৫৯	১৭৬	৩১৭৩৬

রাসায়নিক পরীক্ষা সম্পন্ন নমুনার মাসিক প্রতিবেদন

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগারে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, পুলিশ, বিডিআর, কাস্টমস ও কোস্টগার্ডসহ সকল আইন প্রয়োগকারী সংস্থার দায়েরকৃত মাদক অপরাধ সংক্রান্ত মামলার আলামতের রাসায়নিক পরীক্ষা কার্য সম্পন্ন করা হয়। আগস্ট/০৬ মাসের রাসায়নিক পরীক্ষার চিত্র নিম্নরূপঃ

নমুনা প্রেরণকারী সংস্থা	মামলা সংখ্যা	রাসায়নিক পরীক্ষা সম্পন্ন ও রিপোর্ট সরবরাহ			পেন্ডিং
		পজিটিভ	নেগেটিভ	মোট	
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর	৬৪৫	৬৪৪	-	৬৪৪	১
পুলিশ	৯৪৫	৯৩৮	২	৯৪০	৫
বিডিআর	১৮	৯	৯	১৮	
র‍্যাব	১	১	-	১	
সর্বমোট	১৬০৯	১৫৯২	১১	১৬০৩	৬

কুমিল্লায় বিয়ার, বিদেশী মদ, ফেনসিডিল ও গাঁজা উদ্ধার

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কুমিল্লা সদর উত্তর সার্কেল গত ১৯ সেপ্টেম্বর/০৬ তারিখে দাউদকান্দি বাজার থেকে ১ কেজি গাঁজা উদ্ধার করে। ১৮ সেপ্টেম্বর/০৬ তারিখে দেবিদ্বারের বাগুর মধ্যপাড়া থেকে ৩৬ বোতল বিয়ার, ৫৩ বোতল ফেনসিডিল ও ৮৭ বোতল বিদেশী মদসহ হানু নামক এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে। ১৯ সেপ্টেম্বর/০৬ তারিখে একই গ্রাম থেকে ৩০ বোতল বিদেশী মদ ও ৭৫ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধারপূর্বক মালু,আবুল কালাম ও নুরুল ইসলামের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করা হয়। এরমধ্যে নুরুল ইসলামকে গ্রেফতার করা হয় এবং মালু ও আবুল কালাম পলাতক রয়েছে।

রাজশাহীতে ফেনসিডিল ও চোলাইমদ উদ্ধার

গত ২৮ আগস্ট/০৬ তারিখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের রাজশাহী উপ-অঞ্চলের সদর এ সার্কেল রাজশাহীর গোদাগাড়িস্থ বাসুদে থেকে ৫০০(পাঁচশত) বোতল ফেনসিডিলসহ খায়রুল ইসলামকে গ্রেফতার করে। ১৬ আগস্ট/০৬ তারিখে অধিদপ্তরের রাজশাহী গোয়েন্দা অঞ্চল পুঠিয়া থানাধীন বড়ুয়া পাড়া থেকে ১০(দশ) লিটার চোলাইমদ ও ১০০০(একহাজার) লিটার জাওয়া উদ্ধার করে। ঘটনার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে দুলাল সর্দারের নামে মাদকদ্রব্য আইনে মামলা দায়ের করা হয়।

নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রম ও মাদকবিরোধী প্রচারাভিযান

মাদকদ্রব্যের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টি ও মাদকের বিরুদ্ধে ব্যাপক জনমত গড়ে তোলার লক্ষ্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহ মাদকবিরোধী প্রচারাভিযানের উপর বিশেষ গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা মাঠ পর্যায়ে নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহ আগস্ট/০৬ মাসে মোট ৫৪২ টি নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রমের আয়োজন করে। আগস্ট/০৬ মাসের নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রমের একটি বিবরণী নিম্নে তুলে ধরা হলো।

১. শিক্ষাঙ্গন কর্মসূচী - ৯ টি।
২. মাইকিং- ১২ টি।
৩. প্রামাণ্য চিত্র/সিডি প্রদর্শন- ৪ টি।
৪. মাদকবিরোধী আলোচনা সভা- ৪৮০ টি।
৫. প্রশিক্ষণ কর্মসূচী- ৩ টি।
৬. অপারেশনকালে গণসচেতনতা কার্যক্রম- ১২ টি।
৭. বেসরকারী সংস্থা(এনজিও) ভিত্তিক কার্যক্রম- ৪ টি।
৮. পোস্টার ও লিফলেট বিতরণ কর্মসূচী- ১৫টি।
৭. অন্যান্য কর্মসূচী- ৩ টি।

ঢাকার সূত্রাপুরে হেরোইন উদ্ধার

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ঢাকা মেট্রোঃ উপ-অঞ্চলের সূত্রাপুর সার্কেল গত ২১ আগস্ট/০৬ তারিখে ১০০ গ্রাম হেরোইনসহ মোসাম্মদ আমিনা বেগম (৩৫) নামে একজনকে গ্রেফতার করে। ঘটনার দিন ঢাকার সূত্রাপুর থানাধীন নামাপাড়াস্থ ৯১/২, ডিস্টিলারী রোডের বাসিন্দা মোঃ দেলোয়ার হোসেনের ওরফে দেলার স্ত্রী আমিনাকে একটি পলিথিনের প্যাকেটে ১০০ (একশত) গ্রাম হেরোইন ও হেরোইন বিক্রিত ৩০০০(তিনহাজার) টাকাসহ গ্রেফতার করে।

কুষ্টিয়ায় একজনের যাবজ্জীবন

গত ৬ সেপ্টেম্বর/০৬ তারিখে কুষ্টিয়ার বিজ্ঞ অতিরিক্ত দায়রা জজ ২য় আদালত, জনাব তাপস কুমার দে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ১৯৯০ এর আওতায় একজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও ২০০০ টাকা জরিমানা অনাদায়ে অতিরিক্ত ৬ মাসের কারাদণ্ডাদেশ প্রদান করেন। কুষ্টিয়ার পশ্চিম মজমপুরের মৃত হেজের আলীর পুত্র মোঃ শহীদের বিরুদ্ধে ৪০ বোতল ফেনসিডিল ও ৫০০ গ্রাম গাঁজা রাখার দায়ে ৩

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়, ১, সেগুনবাগিচা, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
টেলিযোগাযোগ ঃ ৯৩৫৫৮৯৩, ৯৩৫৫৮৯৪, ৮৩১২২৪৯।